Essentials

of

Indian Philosophy

CC-13

সম্পাদক

অধ্যাপক যদুপতি ত্রিপাঠী,

এম.এ., বি.এড্, শাস্ত্রী, কোবিদ, কাব্য-সাংখ্যতীর্থ,

প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যোগদা সৎসঙ্গ পালপাড়া মহাবিদ্যালয়,

ও

ভূতপূর্ব অতিথি অধ্যাপক, মুগবেড়িয়া মহাবিদ্যালয়।

[ঈশোপনিষদ্, তর্কসংগ্রহঃ, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (ব্যবহারাধ্যায়ঃ),

ভট্টিকাব্যম্ (দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ), অর্থশাস্ত্রম্, স্বপ্নবাসবদত্তম্, ভারতীয় দর্শন পরিচয়,

কাদম্বরী (শুকনাসোপদেশঃ), কিরাতার্জুনীয়ম্ (প্রথমসর্গঃ)

ইত্যাদি গ্রন্থের সম্পাদক ও লেখক।]

ড. অর্ণব ঘোষাল

এম.এ., এম.ফিল্, পিএইচ্. ডি

বিভাগাধ্যক্ষ, সংস্কৃতবিভাগ, ভৈরব গাঙ্গুলি মহাবিদ্যালয়।

বি. এন্.পাব্লিকেশন্

৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা -৭০০০৭৩

।। সূচীপত্র ।।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
Unit: I	
ভূমিকা	৫
ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি	৬
ভারতীয় দর্শন চিন্তার ক্রমবিকাশ	৭
ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়	৮
ভারতীয় দর্শনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য	৯
দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সমাধান	১১
लघूत्तरीयाः प्रश्नाः	**१६**
বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর	১৯
Unit: II	
একাত্ববাদ-দ্বৈতবাদ-বহুত্ববাদ	২৭
ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ ও ভাববাদ	২৯
যথার্থবাদ বা বস্তুবাদ	৩০
প্রত্যয়বাদ	৩৩
কার্যকারণবাদ	৩৫
ন্যায়দর্শনে কার্যকারণতত্ত্ব	৩৬
অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ	৩৮
পরিণামবাদ ও আরম্ভবাদের যৌক্তিক বিচার	৪১
বিবর্তবাদ	৪৩
সৎকার্যবাদ	৪৬
दीर्घोत्तरीयप्रश्नोत्तरः	**४९**
संक्षिप्तप्रश्नोत्तरः	**५९**

Essentials of Indian Philosophy
Section 'A'

ভূমিকা

যংশৈবাঃ সমুপাসতে শিবইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনোঃ
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ
অর্হন্নিত্যথজৈনশাসনরতাঃ কর্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ।।

ভারতের পূণ্যভূমি প্রকৃতিদেবীর চিরস্থায়ী রঙ্গালয়। তাই বিশ্বপ্রকৃতি ভারতভূমিকে নিজের হাতে সাজিয়েছেন। উত্তরে হিমাচ্ছাদিত হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখর শ্রেণী যেন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের বিজয় বৈজয়ন্তীর মহিমা প্রকাশ করছে এবং দক্ষিণে নীলাম্বর নীলাম্বুধির তরঙ্গমালা ভারত জননীর চরণধৌত করছে। পশ্চিমের আরবসাগর থেকে পূর্বের বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতভূমির মধ্যভাগে গঙ্গা ও যমুনা তাদের পবিত্র বারিধারায় ভারতবর্ষকে শস্যশ্যামলা করে তুলেছে। এ হেন সুরক্ষিত ভূমিভাগ দীর্ঘকাল বৈদেশিক আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল এবং পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের ফলে ভারতবাসীর জীবন সুখের ও আনন্দের ছিল। তাই ভারতবাসীরা স্বভূমিকে রণক্ষেত্রে পরিণত করেনি। অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের অপেক্ষা উচ্চতর জীবনের আধ্যাত্মিক চিন্তায় বেশী করে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। অপূর্বসুন্দর সুশোভিত বনানী, শান্ত, নির্জন তপোবন ও অরণ্যের মধ্যে মনীষীরা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন।

জাগতিক রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁদের অনুরাগ ছিল বেশী। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে মানুষ অস্তিত্বের সংগ্রামে অধিক সময় ব্যস্ত থাকায় আধ্যাত্মচিন্তায় অধিক মনোযোগ দিতে পারে নাই। কিন্তু ভারত সে দিক দিয়ে অগ্রগামী ছিল। তাই ভারতের বুকে 'প্রথম প্রভাত তবগগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে' দেখা দিয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত দর্শনচর্চার রূপ নেয়। তাইতো এই দেশের অগ্রজন্মা ঋষিদের নিকট থেকে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করেছিল[১]। এমনকি দেবতারা পর্যন্ত এই পুণ্যকর্মময়

---

১ এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বংস্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ। মনুসংহিতা ২/২০

২ গায়ন্তি দেবাঃ কিলগীতকানি ধন্যাস্তুতে ভারতভূমিভাগে---বিষ্ণুপুরাণ।

ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণের জন্য লালায়িত ছিলেন।[২]

দর্শন কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দৃশ্ + অনট = দৃশ্যতে অনেন ইতি দর্শনম্, যার সাধারণ অর্থ দেখা। এই দেখা নানারকমের হতে পারে। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ, ধারণালব্ধজ্ঞান বা কোন অভিজ্ঞতা ও দেখা শব্দের অর্থ হতে পারে। আবার দেখা মানে ঘটনার পর্যবেক্ষণ, আত্মার পরিজ্ঞান (insight of the soul) ও হতে পারে। কিন্তু দর্শন বলতে উপলব্ধসত্যের বিচারমূলক অন্তর্নিরীক্ষণ বা সত্যের সাক্ষাৎকার। কিন্তু সাধারণ দেখা আর দর্শন এক নয়। দর্শন শব্দের অর্থ দৃষ্টি। যে শাস্ত্রের অধ্যয়নে যথার্থ জ্ঞান দৃষ্টিগোচর হয়, তাই দর্শনশাস্ত্র। অতএব তত্ত্ব দর্শনের উপায় শাস্ত্রই দর্শনশাস্ত্র।

ইংরাজী শব্দ 'Philosophy' মানে জ্ঞানের জন্য অনুরাগ। সুতরাং Philosophy ও দর্শন সমার্থক নয়। তবুও আলোচনার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং জীবনের সংগে সম্পর্ক ইত্যাদি লক্ষ্য করে Philosophy ও দর্শন প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

আত্মাকে জানাই ভারতীয় দর্শনের মূল কথা। তাই ভারতীয় দর্শন অন্তরের গভীরতম প্রদেশর অন্তর্দৃষ্টিতে বর্হিজগৎকে বোঝার চেষ্টা করেছে। দর্শন হলো এক পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষণ, যা আত্মার চৈতন্যে প্রকাশিত হয়। সুতরাং সত্যের স্বরূপ উপলব্ধিই দর্শন। যদিও পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও সত্যের অনুসন্ধান করে তথাপি পাশ্চাত্ত্য দর্শন মুখ্যতঃ আলোচনা শাস্ত্র, জীবনতন্ত্র নয়। ভারতীয় দর্শন একাধারে আলোচনা শাস্ত্র ও জীবন দর্শন দুই-ই।

ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি

ভারতীয় দর্শনকে অনেকে 'হিন্দুদর্শন' বলেন। একথা ঠিক নয়। 'হিন্দু' মানে কোন বিশেষ সম্প্রদায় বুঝতে কথাটা ঠিক হতে পারে। কিন্তু ভারতীয় দর্শন কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের নয়। এখানে হিন্দু, অহিন্দু, নাস্তিক, আস্তিক প্রভৃতি সকল মতবাদই আলোচিত হয়েছে। মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিক আলোচনা দেখা যায়। এখানে চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ মতেরও আলোচনা আছে। অতএব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতীয় চিন্তার প্রতিফলন, সকল জাতির সকল মানুষের সর্বকালের দার্শনিক চিন্তার সমন্বয়।

ভারতীয় দর্শন আলোচনায় মানসিক উদারতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টি প্রয়োজন। প্রত্যেক ভারতীয় দার্শনিকই প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনেন পরে তা যুক্তিসম্মত উপায়ে খণ্ডন বা নিরস্ত করে নিজমত প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে প্রতিপক্ষ, খণ্ডন ও সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ভারতীয় দর্শনের বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ভারতীয় দর্শনই